দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...18 SEP...2015...
পৃষ্ঠা ...4... কলাম ...৬...

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গু
কঠোর নিয়ন্ত্রণে আনা দর

বাঁচা গেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে। অসহনীয় দিনযাপনের অভিজ্ঞতা শেষ হয়েছে। এমনিতেই ঢাকা শহরে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া এক দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। তার ওপর আবার প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের রাস্তা অবরোধ। তাদের দাবি ছিল ছাত্রদের ওপর আরোপিত ভ্যাট প্রত্যাহার করতে হবে। সরকার তা শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহার করে নেয়। ছাত্রছাত্রীরা একে তাদের বিজয় বলে উল্লাস প্রকাশ করেছে। এখানেই আমার খটকা লেগেছে। ভ্যাট প্রত্যাহারে কার লাভ হলো? কার বিজয় হলো? কার আন্দোলন কে করল? বিষয়টা বুঝিয়ে বলি। সরকার ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জোর দিয়ে একাধিকবার বলল যে, ভ্যাট দেবে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকরা।

ড. আর এম দেবনাথ

ছাত্রছাত্রীদের ওপর কোন ভ্যাট আরোপিত হয়নি। সরকারের এ কথা বলার পর আর কথা থাকে না। কিন্তু তারপরও কথা থাকল। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকদের সংগঠনের সভাপতি বললেন, তারা ভ্যাট দেবেন না। কারণ তাদের প্রতিষ্ঠান লাভজনক নয়। এসব চালায় ট্রাস্টি বোর্ড। এ প্রেক্ষাপটে ভ্যাট যখন প্রত্যাহৃত হলো তখন কার বিজয় হলো? দৃশ্যত বিজয় ছাত্রদের; কিন্তু এতে তো লাভ হলো বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকদেরও। কারণ সরকারের মতে ভ্যাট দেয়ার কথা মালিকদের। এখানে দেখা যাচ্ছে মালিকরা সরকারের আইন বা কথা মানছেন না। তারা ছাত্রদের দ্বারা আন্দোলন করিয়ে তাদের দাবি আদায় করে নিলেন– এ কথা বললে কি ভুল হবে?

শুধু ভ্যাট ইস্যুতেই নয়, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় দেখা যাচ্ছে সরকারের অনেক নিয়ম-কানুনই মানছে না। এর একটা উদাহরণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংসদে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, একই বিল্ডিংয়ে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় কাজ করছে। তিনি এও বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকরা অনেক শর্তে এসবের অনুমতি নিয়েছেন। এখন তারা মানছেন না। একই বিল্ডিংয়ে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় শুধু নয়, দেখা যাচ্ছে ধানমণ্ডির মতো আবাসিক এলাকাগুলো হয়ে উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয়পাড়া। দুই-এক গজ পরপরই বিশ্ববিদ্যালয়। একেকজন 'প্রফেসর' এমন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং কার্ড নিয়ে ঘোরেন যে বিশ্ববিদ্যালয় আছে কী বাস্তবে নেই তা বলা মুশকিল। জনমনে এসব বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে নানা প্রশ্ন। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী শিক্ষক নেই, যারা আছেন তাদের একটা বিরাট সংখ্যকের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন আছে। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ধার করা শিক্ষক-পার্টটাইমার। শিক্ষকদের অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের ছাত্রছাত্রী নিজেদের যোগাড় করে নিতে হয়। এসব সাধারণত ঘটছে বিবিএ, এমবিএর ক্ষেত্রে। দেখা যাচ্ছে, বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়েই শুধু বিবিএ, এমবিএ পড়ানো হয়। এসব পাঠ্যসূচীতে বিলেত-আমেরিকার উদাহরণ। বাংলাদেশের প্রবাসীদের অভিজ্ঞতা, তাদের সমস্যা, সমস্যার সমাধান নিয়ে কোন আলোচনা নেই। দেশী বই-পুস্তক তো নেই-ই। পাঠ্যসূচীতে কী আমাদের ব্যবসার, শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা আছে? এ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া বড়ই কঠিন। দুই-একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন লাইব্রেরী নেই। বিজ্ঞান পড়ানো হয় এমন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কি দুই-একটা আছে? আমার মনে হয় নেই। খেলাধুলার কোন ব্যবস্থা আছে কি? থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ, যেহেতু বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন নিজস্ব জায়গা নেই। অধিকাংশ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ভাড়া বাড়িতে কাজ করে। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় মনে হয় নিজের জায়গায় স্থানান্তরিত হয়েছে। তবে এদের সংখ্যা খুবই কম। নিজের জায়গায় যাওয়া বড় ধরনের বিনিয়োগের বিষয়। আজকাল জমির দাম খুবই বেশি। দুই-চার বিঘা বা একর জমি কিনে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হলে বিপুল বিনিয়োগের দরকার। ঐ টাকা পুষিয়ে দিতে পারে এমন ছাত্রছাত্রী পাওয়া কঠিন বিষয়। বিজ্ঞান নেই, লিবারেল আর্টস নেই, শুধু বিবিএ, এমবিএভিত্তিক এসব বিশ্ববিদ্যালয় দেশের কতটুকু কাজে আসছে এই প্রশ্ন ইতোমধ্যে উঠতে শুরু করেছে। প্রয়োজনের বেশিসংখ্যক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়কে কাজ করতে দেয়া হয়েছে কিনা এ প্রশ্নও উঠছে। শিক্ষাকে পণ্যে রূপান্তরের মাধ্যম হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ব্যবহার করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠছে।

এমতাবস্থায় অনেক বিষয় বিবেচনায় আনা দরকার। প্রথমেই দেখা দরকার প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব গ্র্যাজুয়েট তৈরি হচ্ছে তাদের চাকরিপ্রাপ্তির পরিসংখ্যানটি কী? ধরা যাক, 'বিএসসি' পরীক্ষা। এতে তারাও অংশগ্রহণ করছে। প্রতি ১০০ জন উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের কতজন ছাত্রছাত্রী থাকে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় তাদের মধ্য থেকে উত্তীর্ণের সংখ্যা কত। আমাকে একটি সূত্র জানিয়েছে, এসব প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয় খু যায় বিরল। যদি এ কথা সত্য হয় ত মান নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। বিশ্ববিদ্যালয় দেয়া হচ্ছে দুটো কারণে তো অবশ্যই এটা যে, দেশের সরকারী এত ছাত্রছাত্রীর জায়গা করে দিতে পা মেধাবী ছাত্রছাত্রী ওখানে জায়গা পা আশ্রয় নেয় বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে সেখান থেকেও ভাল ফল আসার ক কি? শুনেছি একটি-দুটি কারিগরি বিশ্ব করছে, দুই-একটি মেডিক্যাল ক করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দুই করছে। কিন্তু অধিকাংশের অবস্থাই খ বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকরা নিজেদের ম ঝগড়ায় ব্যস্ত। অনেক ক্ষেত্রে সহায়-স বাটোয়ারা নাকি ঝগড়ার কারণ। এ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন জানে। পদক্ষেপ নিচ্ছে এটা আমরা জানি না। দৃশ্যতই বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, কারিগরি কলেজ ইত্যাদি এ অবস্থায় আছে। বেশিরভাগ লোকের প্রতিষ্ঠান সার্টিফিকেট বিক্রির প্রতি হয়েছে। তারা ব্যস্ত শিক্ষার নামে বেতন আদায়ে। দলীয় লো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনুমতি নিয়ে শিক্ষ পরিণত করেছে। আমার বদ্ধমূল আমাদের ভবিষ্যতে খারাপই হবে। কর্মকাণ্ড বন্ধ করা দরকার। নৈরাজ্যের ফল পাওয়া যায় অনে অতএব, এখনই সাবধান।

> দৃশ্যতই বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, ব
> অবস্থায় আছে। বেশিরভাগ লোকের ধারণা, এসব প্রা
> পরিণত হয়েছে। তারা ব্যস্ত শিক্ষার নামে যথেচ্ছ হা
> এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনুমতি নিয়ে শিক্ষা

রাস্তায় অবৈধ গাড়ি পার্কিং... তী

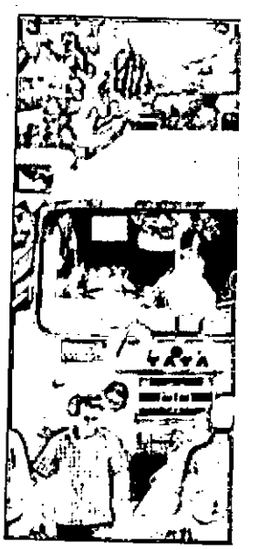

প্রাইমারীতে
৬০ দিনের
নিয়োগের বি

স্টাফ রিপোর্টার ॥ রেজিস্ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্যানেল শিক্ষকদের আগামী ৬০ দি মধ্যে নিয়োগ দিতে নির্দেশ দি হাইকোর্ট। অন্যদিকে প্রাথ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক উত্তীর্ণ নিয়োগ বঞ্চিতদের নি আদালতের রায় পালন না ক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিবসহ জনের বিরুদ্ধে আদালত অবমান রুল জারি করা হয়েছে। এদি জাতীয় সংসদের সরকারদলীয় হুইপ আ স ম ফিরোজের সং সদস্য পদের বৈধতা চ্যালেঞ্জ ক দায়ের করা রিট আবেদনটি খা করে দিয়েছে হাইকো বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের সং বেঞ্চ এসব আদেশ প্রদান করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্যানেল শিক্ষকদের আগামী ৬০ দি মধ্যে নিয়োগ দিতে নির্দেশ দে হয়েছে। বিচারপতি ফারাহ মাহ ও বিচারপতি কাজী মোঃ ইজা হক আকন্দের সমন্বয়ে গ হাইকোর্ট দ্বৈত বেঞ্চ এ রায় প্র করেছে। বৃহস্পতিবার আদাল রিট আবেদনকারীর পক্ষে শুন করেন এ্যাডভোকেট সিদ্দিক উ মিয়া। অপরদিকে রাষ্ট্রপক্ষে ছি ডেপুটি এ্যাটর্নি জেনারেল আমা করিম।